নগদ ২০ হাজার প্রদান ও দেড়মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধের শর্তে জামিন

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার মামলায় তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে দুপুরে তাদের আদালতে তোলা হলে নগদ ২০ হাজার টাকা প্রদান করে এবং দেড়মাসের মধ্যে পুরো টাকা পরিশোধ করবে বলে লিখিত দিলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে।

আটক রুবেল শেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমা মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নম্বর ৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আসামিদের আগামী ৬ জুলাই হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন। পরবর্তীতে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. তানিয়া খাতুন আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামিরা বাদীর কাছে ঋণ চান। সরল বিশ্বাসে বাদী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২০২৫ সালের ৯ নভেম্বর নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেন। আসামিরা ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। পাশাপাশি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন।

পরবর্তীতে নির্ধারিত সময় শেষে চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেকটি ফেরত দেওয়া হয় বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে বাদী পাওনা টাকা চাইলে আসামিরা বিভিন্ন অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করেন এবং একপর্যায়ে টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া টাকা চাইতে গেলে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করেছেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

এ সময় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। গতকাল সোমবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ তদারকি অভিযান পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার তদারকি অভিযানে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান নেতৃত্ব দেন।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৫২ ধারায় নিয়ম বহির্ভূত ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে মেসার্স আলমগীর এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ক্রোকারিজ গার্ডেন প্রোপাইটার মো. আলমগীর হোসেনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ২০০৯-এর ৫১ ধারায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে মেসার্স জননী ফার্মেসির মো. মেজবাউদ্দীনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্রুটি সংশোধন করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অভিযানে সহায়তায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, জনস্বার্থে এমন তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গার দুই প্রতিষ্ঠানে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করে ভেজাল জৈব সার উৎপাদনের দায়ে দুই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বারাদি এলাকার হাফিজুর রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইদ্রিস আলীর ছেলে রকিবুল ইসলাম জৈব সার কারখানা নির্মাণ করে জৈব সার উৎপাদন করে আসছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, এ দুটি কারখানায় নানা অনিয়মের মাধ্যমে সার উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছিল।

উৎপাদিত নিম্নমানের এসব জৈব সার পরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর এলাকার এগ্রোসেল কারখানায় নিয়ে পুনরায় প্যাকেজিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হতো। এ অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হাফিজুর রহমান ও রকিবুল ইসলামকে ৮ হাজার টাকা করে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উৎপাদিত প্রায় ১০০ বস্তা জৈব সার বাজারজাত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের

অভিযানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর কোর্ট রোডে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, মেসার্স সাগর স্টোরে অনুমোদনবিহীন আইললি (জুস) বিক্রির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও ১৫ কার্টন শিশুখাদ্য ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৬১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ঔষধ, গ্যাস-সার ও প্রসাধনীর দোকানে ৬১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ মার্চ) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোট রোড ও চাঁদবিল এলাকায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে মেসার্স সোহেলা মেডিকেলে ৪০ হাজার, মেসার্স আলমগীর ট্রেডার্স এন্ড বীজ ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং সেন্টু স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ

মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান জানান, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মূল্যহীন ঔষধ রাখা, লাইসেন্স বিহীন গ্যাস ব্যবসা পরিচালনা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রয় এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় তাদের বিরুদ্ধে এ জরিমানা করা হয়।

গাংনীতে আ. লীগ নেতার অবৈধ গ্যাস ব্যবসায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহাঙ্গীর আলমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুসারে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার দায়ে মো. জাহাঙ্গীর আলমের প্রতিষ্ঠান মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।
পাশাপাশি, দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো.

তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।